বেগম রোকেয়া দিবস ও রোকেয়া পদক-২০১৭

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৪, ৯ ডিসেম্বর ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

পদকপ্রাপ্ত সুধীজন,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম,

রোকেয়া দিবস ও রোকেয়া পদক-২০১৭ বিতরণ অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। এ বছর যারা ''বেগম রোকেয়া পদক'' পেয়েছেন তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর, আমাদের বিজয়ের মাস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধা। জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ৩০ লাখ শহীদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। ২ লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। নারীমুক্তি কামনায় এক দিকে তিনি হাতে কলম তুলে নেন, অন্যদিকে নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সাংগঠনিক কাজেও হাত দেন। তাঁর সংগ্রাম, ত্যাগ, চিন্তার ঐশ্বর্য আর রচনার দীপ্তি আজও আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। এ কাজে তাঁকে নেপথ্যে থেকে সর্বাঙ্গীন সহায়তা করেন আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

সরকার বর্তমানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় মহিলা সংস্থা দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪শ' ২৮টি উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জাতির পিতার সাড়ে তিন বছরের শাসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ এখন নারী উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। তাই নারীকে আমরা উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে এসেছি।

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদ, স্কুল-কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিমান বাহিনীর পাইলট থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন সর্বত্রই নারীদের পদচারণা লক্ষণীয়। বিচার বিভাগ, প্রশাসন, তথ্য-প্রযুক্তি, সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী, গণমাধ্যম, ক্রীড়াজগতসহ সকল চ্যালেঞ্জিং কাজে তাদের পেশাদারিত্ব প্রশংসনীয়। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ।

সুধিবৃন্দ,

আঠার শতকের শেষ দিকে বেগম রোকেয়ার জন্ম সময়ে নারী শিক্ষা বলতে কেবল অক্ষর জ্ঞানই বুঝাত। তখন সামাজিক বাস্তবতা ছিল পশ্চাদমুখী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কূপমন্ডুকতাপূর্ণ এবং নারী প্রগতির ঘোর বিরোধী। সমালোচনার মুখে বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসার পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তিনি গৃহবন্দী হন।

বেগম রোকেয়া পিতৃগৃহের আড়ালে বিদ্যা চর্চা শুরু করলেও পাড়া-পড়শীর সমালোচনায় পড়াশোনা আর এগোয়নি। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বেগম রোকেয়ারও বিয়ে হয়। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর ৫২ বছর বয়সে এই মহিয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন।

নারীর ক্ষমতায়ণ ও উন্নয়নে আমার সরকারের ব্যাপক কার্যক্রমের সাফল্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একের পর এক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে লিঙ্গ সমতায় শীর্ষ স্থান অর্জন করেছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্টে বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৪৭তম স্থানে রয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ৭ম স্থান অর্জন করেছে।

সন্তান প্রসবকালে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাসের সাফল্যে আমরা জাতিসংঘের 'এমডিজি' এ্যাওয়ার্ড এবং 'সাউথ সাউথ' এ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। নারী সাক্ষরতার জন্য ইউনেস্কো 'ট্রি অব পিস' এ্যাওয়ার্ড দিয়েছে।

১৯৯৬ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে সংরক্ষিত আসনে মহিলা কাউন্সিলর এবং পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যাও বেশি।

আমাদের সরকারের সময় দেশে নারী জাগরণে বিপ্লব ঘটেছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পীকার একজন নারী, তিনি কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। সংসদ উপনেতা ও বিরোধী দলীয় নেত্রীও নারী। দু'জন মহিলা দুর্গম গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট জয় করেছেন। আমাদের মহিলা দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, দাবা ও ফুটবল খেলছে।

সুধিবৃন্দ,

তৃণমূলের প্রান্তিক জনপদ থেকে শুরু করে সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে 'রোল মডেল' এর খ্যাতি এনে দিয়েছে। নারী নীতিমালা প্রণয়ন, নারী উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ, দরিদ্র-অবহেলিত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনয়ন এবং সর্বোপরি সমাজের প্রান্তিক, অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র নারীদের উন্নয়নে সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে। নারী উন্নয়নে গৃহীত আমাদের সরকারের কার্যক্রম সমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য -

- আমাদের সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণয়ন করেছে।
- মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ স্ববেতনে ৪ মাস থেকে ৬ মাসে বর্ধিত করা হয়েছে।
- সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে মায়ের নাম লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৫০ করা হয়েছে।
- পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ডিএনএ আইন-২০১৪ গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে কার্যকর হয়েছে।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যুগব্যাপী জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৩-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৪ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়েছে।
- যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ সংশোধন করে যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৫ প্রণয়ন করা হচ্ছে।
- ৪০ লাখ নারী শ্রমিক গার্মেন্টসে কাজ করে। দু' দফায় তাদের বেতন সর্বসাকূল্যে শতকরা ২১৯ ভাগ বাড়িয়ে ১৬শ' ৬২ টাকা থেকে ৫ হাজার ৩শ' টাকা করেছি।
- মহিলা উদ্যোক্তারা পুরুষদের থেকে ৫ থেকে ৬ শতাংশ কম সুদে ঋণ পাচ্ছেন।
- দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করছে।
- ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল থেকে গার্মেন্টসে কর্মরত দুগ্ধদায়ী ও গর্ভবতী মা'কেও ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- মহিলা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৬৩৯টি সমিতিতে সরকার অনুদান দিচ্ছে।
- খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা (এফএলএস) প্রকল্প এর মাধ্যমে নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২২টি উপজেলায় বিশেষ প্রকল্প কার্যক্রম চলছে।
- সেগুনবাগিচায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিক হাসপাতাল করা হয়েছে।
- দেশের ৬৪টি জেলায় ৪৮৯টি উপজেলার ৪ হাজার ৫শ'৪৭টি ইউনিয়নে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি চালু রয়েছে।
- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৩ হাজার ৮শ' ৮৮ জন নারীকে সেবা প্রদান করেছে।
- ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল জানুয়ারি ২০১৩ সাল হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১৬ হাজার ১শ' ৭৯ জন নির্যাতনের শিকার নারীকে সহায়তা প্রদান করেছে।

- সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীতে মোট ৩ হাজার ২শ' টি মামলার ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছে।
- দেশের ৮টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে প্রাক্তন ভিকটিমদের নিয়মিত মাসিক ফলোআপ সভা হচ্ছে।
- ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০ হাজার ৯শ' ২১ যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্য বিবাহ বন্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ''নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল'' এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ন্যাশনাল সেন্টার অন জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকারে বর্তমানে ১২ হাজার ৮শ ২৮ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য রয়েছে।
- বিধবা ও নিগৃহিত মহিলা ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা ১০ দশমিক ১২ লাখ থেকে ১১ দশমিক ১৩ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।
- সন্তান সম্ভাবা ও ধাত্রী মায়ের ভাতা ২০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।

উপস্থিত সুধি,

সরকার তৃণমূলের প্রান্তিক জনপদে দক্ষ নারী জনশক্তি গড়ে তুলতে কর্মমুখী শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চলমান রয়েছে।

নারীর কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ, কৃষি, হাঁস ও মুরগী পালন, হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং, বিউটিফিকেশন, মাশরুম চাষ, রন্ধন প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন, বেসিক কম্পিউটার, আধুনিক গার্মেন্টস, মধু চাষ, লন্ড্রি, এমব্রয়ডারী বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

বেগম রোকেয়ার লেখা কাব্য গ্রন্থে নারীর মুক্তিতে তাঁর দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। জাগরণের কাজ 'কঠিন সাধনার' মন্তব্য করে তিনি লিখেছিলেন- 'কোন ভাল কাজ অনায়াসে হয় না।'

শতবর্ষ আগের সমাজ বাস্তবতায় বেগম রোকেয়া তখনই বুঝতে পারেন-'নারীকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই মুক্তি অর্জন করতে হবে। শিক্ষাই হল সেই স্বনির্ভরতার সোপান। তাই আমাদের সরকার নারী শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো- এটিই হোক 'রোকেয়া দিবসে' আমাদের অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...